তারিখ 29 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

যুগান্তর

ফলাফল বিপর্যয়, না মেধার বিকাশ?

অলোক আচার্য্য

এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল। কোথাও কোথাও লেখা হয়েছে ফল বিপর্যয়। আবার কোথাও কোথাও মেধার সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে বলা হচ্ছে। আসলে গত কয়েক বছরে পাসের হার বৃদ্ধি এবং গত দুই বছর পাসের হার কমের কারণে এমনটা মনে হচ্ছে। মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তন করার ফলেই এমনটি ঘটেছে। সবাই চাইছিলাম পাসের হারে বৃদ্ধি নয়, শিক্ষার মান বাড়ুক। মেধা যাচাইয়ে যদি পাসের হার কমে তাহলে আফসোস নেই। অসংখ্য নামমাত্র শিক্ষিত বেকার যুবকের চেয়ে অল্পসংখ্যক প্রকৃত মেধাবী বেশি দরকার। কারণ তারাই বাকিদের কাজের ক্ষেত্র তৈরিতে ভূমিকা রাখে। তাই পাসের হারের কারণে মেধার সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে বলেই মনে হয়।

সৃজনশীল পদ্ধতির জটিলতার কারণে বছর দুয়েক আগেও গণিতের ফলাফল খারাপ হওয়ায় সার্বিক ফল একটু খারাপ হয়েছিল। এতে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। বিষয়টা এমন যে, সবাইকে পাস করতে হবে। ফেল করা যেন মহাঅপরাধ। তাই প্রতি বছর ফল প্রকাশের পরপরই দেশে আত্মহননের খবর চোখে পড়ে। এটা একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত। সফলতা ও ব্যর্থতা— জীবনের এ দুটি দিকই গ্রহণ করার মানসিকতা থাকা উচিত। জিপিএ-৫-এর সংখ্যা যেভাবে বাড়ছিল, তাতে অনেকেই এটাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছিল। তাই এ পরিবর্তনটা জরুরি ছিল। ভিত্তি যদি দুর্বল হয় তাহলে উপরের অংশ নড়বড়ে হবেই। একুশে ফেব্রুয়ারির সঠিক ইতিহাস কতজন শিক্ষার্থী বলতে পারবে? যদিও এটি তাদের প্রাথমিক থেকেই জানার কথা। আমাদের জাতীয় দিবসগুলো সম্পর্কে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর সব শিক্ষার্থী জানে কি? আসলে বইয়ের বাইরে এরা বেশি কিছু শিখছে না।

পরীক্ষায় যারা পাস করছে তারা নিঃসন্দেহে মেধাবী। কিন্তু যারা পাস করছে না তারা কি মেধাশূন্য? কোনো একটি বা দুটি বিষয়ে ফেল করলেই কি কারও মেধা নেই বলা যায়? শুধু ফলাফল দিয়ে নিশ্চয়ই কোনো শিক্ষার্থীর মেধা যাচাই করা যায় না। বিশ্বে এমন অনেক ব্যক্তির উদাহরণ আছে, যারা স্কুলে ছাত্র হিসেবে খুব খারাপ করলেও পরবর্তী জীবনে বড় ব্যক্তিদের কাতারে নাম লিখিয়েছেন। কাজেই পরীক্ষায় পাস-ফেলের সঙ্গে সব ক্ষেত্রে মেধার সম্পর্ক নেই।

যে শিক্ষা মানুষের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে না, তার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আজকাল সবার মূল লক্ষ্য হল একটি সার্টিফিকেট। কোনোমতে একটা সার্টিফিকেট পেলেই হল। তারপর এদিক-সেদিক ধরাধরি করে একটা চাকরি বাগিয়ে সমাজে মেধাবী সেজে ঘুরে বেড়ানো যায়। একসময় দেশে পরীক্ষায় নকল করার একটা প্রবণতা ছিল। তখন পাসের হারও কম ছিল। কিন্তু সবাই নকল করতে পারত না। তবে আশ্চর্যের বিষয় কিন্তু সেটা নয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, সে সময় পরীক্ষার কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বন করলেও শিক্ষার্থীদের মেধা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলত না। আজ অনেক কেন্দ্রের সামনে লেখা থাকে নকলমুক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র। তারপরও শিক্ষার্থীদের মেধা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

দক্ষ জনসম্পদ তৈরি করতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীই প্রয়োজন। পাসের হার বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে আপাত শিক্ষার প্রসার ঘটলেও মান না বাড়লে স্থায়ী ক্ষতি হয়। তাই পাসের হার কমে যাওয়ায় চিন্তার কিছু আছে বলে মনে হয় না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মেধার বিকাশ ঘটুক।

অলোক আচার্য্য : *সাংবাদিক*
sopnil.roy@gmail.com